R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)

প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০০ বর্ষ ৩৮শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৬ই ফাল্গুন ১৪২০ ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ | নগদ মূল : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

জঙ্গিপুরের মানুষের জন্য আবার একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন–উপেক্ষিত এক্সপ্রেস

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর রোড স্টেশন থেকে কাটোয়া পর্যন্ত প্যাসেঞ্জার ট্রেনের উদ্বোধন করলেন এলাকার সাংসদ অভিজিৎ মুখার্জী। ৯ ফেব্রুয়ারী সকালে দ্বিতীয়বার রসিকতা করা হলো জঙ্গিপুরের মানুষের সাথে। এর আগে শিয়ালদহ-জঙ্গিপুর আরও একটি ডি এম ইউ প্যাসেঞ্জার ট্রেন এখানে চালু হয়েছে। যার সময়সূচী এলাকার মানুষের কোন উপকারে লাগছে না। বর্তমানে এই গুরুত্বপূর্ণ এলাকা থেকে কোলকাতা যাবার ট্রেন বলতে মালদা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। আর না হলে সন্ধ্যার মালদা প্যাসেঞ্জার। অথচ জঙ্গিপুর থেকে ভোর ৪টা ৩০ বা ৫ টার মধ্যে ছেড়ে বেলা ১১ টায় যাতে হাওড়া পৌঁছায় এই রকম একটা ট্রেনের দাবি অনেক দিনের। ব্যবসা, চিকিৎসা, উচ্চ আদালত, কলেজে ভর্তি, ইন্টারভিউ এই ধরনের প্রয়োজনের জন্যেই। অধীর চৌধুরি রাজনীতি ঠিক রাখতে বহরমপুর থেকে হাওড়াগামী একাধিক নতুন ট্রেন চালু করলেন। কিন্তু জঙ্গিপুর সেই উপেক্ষিত থেকে গেল। ৯ ফেব্রুয়ারী প্যাসেঞ্জার ট্রেন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মালদার ডি.আর.এম রাজেশ আগরওয়ালাকে জঙ্গিপুর ব্যবসায়ী সমিতি ডেপুটেশন দেয়। তাতে বিশেষ দাবীগুলো ছিল-১) ভোরে জঙ্গিপুর থেকে একটা দ্রুতগামী ট্রেন। ২)মালদা টাউনের সময় পরিবর্তন ও এসি কামরা চালু। ৩) আজিমগঞ্জ-কাটোয়া লোকালকে যেমন জঙ্গিপুর থেকে চালু করা হলো তেমনি 'গণদেবতা' এক্সপ্রেস আজিমগঞ্জের পরিবর্তে জঙ্গিপুর থেকে চালু করা। ৪) রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরের যাত্রীদের সুবিধার্থে স্টেশন বাস ইত্যাদি। ডি.আর.এম লাভ লোকসানের কথা তুলে স্টেশন বাস সার্ভিসের দাবী সভা স্থলেই এক রকম নাকচ করে দেন।

দুর্নীতি ঘেরা ধুলিয়ান এলাকায় ছড়ি ঘোরাচ্ছে পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার ধুলিয়ান এমন একটা শহর যেখানে সাবলীলভাবে দুর্নীতি চলে। আর এতে প্রকাশ্যে মদত জোগায় পুরসভার কাউন্সিলার থেকে বিভিন্ন ইউনিয়নের নেতারা। এই পরিস্থিতিতে সেখানকার পুলিশ প্রশাসনও বেপরোয়াভাবে টাকা রোজগার করে। বাংলাদেশের চোরা কারবারীরা বর্ডার পার হয়ে ধুলিয়ান শহরে আশ্রয় নেয় সেখানকার রথী মহারথীদের ছত্রছায়ায়। হোমগার্ড তোলা আদায় করতে পুলিশের গাড়ি ব্যবহার করে। কাউন্সিলাররা বখরায় বেনিয়ম হলেই ডিগবাজি খান। বছর বছর পুর বোর্ড পালটায়। সেখানে জনতা কমপ্লেক্সে জুয়োর আসর বসে।

(শেষাংশ ৪ পাতায়)

স্বামীজীর উপর সেমিনার ও পারিতোষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের মির্জাপুর উচ্চ বিদ্যালয় ৮ ফেব্রুয়ারী স্বামীজীর সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে একটি সেমিনার ও পারিতোষিক বিতরণ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। সেমিনারের বিষয় ছিল-'স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান যুব সমাজ।' সেখানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুব্রত সাহা, জঙ্গিপুরের সাংসদ অভিজিৎ মুখার্জী, সাগরদীঘি থারমাল প্ল্যান্টের জেনারেল ম্যানেজার স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র (প্রাক্তন চেয়ারম্যান এন্ড চীফ কমিশনার অব ইনকাম ট্যাক্স) শ্যামল চ্যাটার্জী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বামীজীর উপর বক্তব্য রাখেন শিক্ষা দপ্তরের উপ-অধিকর্তা অমিয়রঞ্জন সান্যাল, বেলারী রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী সেবানন্দ মহারাজ। এই অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অভিনীত ইংরাজি নাটিকা 'প্রোগ্রেস রিপোর্ট' মঞ্চস্থ হয়, যা সকলকে অভিভূত করে।

ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেল গোপালকসহ ১১ টি গরু

নিজস্ব সংবাদদাতা: সাগরদীঘির মনিগ্রাম স্টেশন পেরিয়ে ছামুগ্রাম লেবেল ক্রসিংএর কাছে ডাউন মালদা-নবদ্বীপ এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়লেন গোপালক সুবোধ ঘোষ (৪৭) সমেত তার ১১ টি গরু মোষ। খবর, এইদিন ছামুগ্রামের সুবোধ তার ১১টি গরু মোষ চরিয়ে সন্ধ্যে ৫-৩০ নাগাদ বাড়ী ফিরছিলেন। চলন্ত ট্রেন দেখেও গরু মোষের পাল নিয়ে লাইন পার হতে গিয়ে এই বিপত্তি ঘটান বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা আমাদের সংবাদদাতাকে জানান।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৪২০

অভাব ঘুচিল কই !

স্বাধীনতার পর সাতষট্টি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। প্রথম প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহরুর কাল হইতে আজ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পার হইল, তবুও অর্থনৈতিক উন্নতি এমন কিছু এখনও লক্ষ্য করা গেল না। দেশের দারিদ্র দূরীভূত না হইয়া বরং আরও ঘনীভূত হইতেছে। তবে এইটুকু বেশ বোঝা যাইতেছে যে ধনীরা আরও ধনী হইয়াছে, দরিদ্র ক্রমাগত নিম্নগামী হইয়া ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য আরও প্রকট হইয়াছে। আমাদের সরকার এখনও আমাদের অভাব দূর করিতে সমর্থ হয় নাই। এখনও আমাদের সকল দিকেই অভাব, সকল বস্তুরই অনটন। আজও আমরা অন্নাভাবে ক্ষুধার্ত। চাউলের দাম বা প্রধান খাদ্যশস্যের দাম দিন দিন ঊর্ধ্বমুখী। জলাভাব তীব্র। এখনও ভারতের গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র পানীয় জলের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। চিকিৎসার অভাব এখনও আমাদের দেশে প্রবল। যদ্যপি দিকে দিকে ঢক্কানিনাদে নূতন নূতন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অত্যাধুনিক চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী ডাক্তারকূল হাসপাতালের শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন। কিন্তু হাসপাতালেই প্রয়োজন মত ঔষধ,পথ্য, স্যালাইন প্রভৃতি সরবরাহ হইতেছে না। দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীর আধিক্য বৃদ্ধির ফলে সরকারি অর্থ রোগীর সেবায় নিয়োজিত না হইয়া কর্মী ও ডাক্তারদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বৃদ্ধি করিতেছে। আমাদের চতুর্দিকে শুধু অভাব আর অভাব। দাদাঠাকুরের মত বলিতে ইচ্ছা হইতেছে শুধু ইচ্ছাই বা বলি কেন বলিতে বাধ্য হইতেছি--মা,আমাদের অভাবের অবধি নাই। আমাদের সবই চাই।

'অন্ন চাই, প্রাণ চাই,আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু।' আলোর কথা উঠিতেই মানসে ভাসিয়া উঠিল একবিংশ শতকের আগমন সত্বেও আমাদের দেশের অন্ধকার ঘুচিল না। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্বালম্বী হইল না। লোড শেডিং এর প্রবল দাপটে জনজীবন বিপর্যস্ত। দাদাঠাকুর পরাধীনতার গ্লানিযুক্ত যুগে বলিয়াছিলেন – আমাদের ক্রমাগত ও কেবল দেহি দেহি রব মাত্র সম্বল। অন্ন, জল, স্বাস্থ্য, শক্তি, আনন্দ সবই দিতে হইবে। দাদাঠাকুর জোর দিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের প্রার্থিত অন্ন দাসত্বের নিবীর্য অন্ন নয়, প্রতারণার প্রবঞ্চনার কদর্যান্ন নয়. ভিক্ষালব্ধ অন্ন নয়। আমরা চাই সদুপায়ের শুদ্ধান্ন, স্বাবলম্বনের অমৃত ভোগ, – 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলার' মোটা ভাত, মোটা কাপড়। আমরা প্রাণ চাই। যে প্রাণ পরের দুঃখে সমবেদনা, পরের সুখে সহানুভূতি প্রকাশে কুণ্ঠিত হয় না। বল ও স্বাস্থ্য চাই। নির্যাতন নিপীড়নের সামর্থ্য নয় – কর্তব্য সাধনের সংযত সমাহিত শক্তি। কিন্তু স্বাধীনোত্তর অর্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও আমাদের প্রার্থিত কোন কিছুই পাইলাম না। মরণপণ সংগ্রামে আত্মবলিদান দিয়া যে স্বাধীনতা অর্জিত হইল সে স্বাধীনতা আমাদের সমাজ জীবন হইতে আজও অভাবের রাহু মুক্তি ঘটাইতে পারিল না। ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য।

রাজনীতি বনাম রাজনীতি

হরিলাল দাস

সেই শ্লীলাশ্লীল বিচার। এবার সুপ্রিম কোর্ট রায় দিচ্ছেন নারী দেহের অনাবরণ ছবি প্রকাশ চলবে। মহিলাদের অশোভন দেহ প্রদর্শন নিষিদ্ধ করতে আইন ছিল ১৯৮৬ সালে। মহামান্য শীর্ষ ন্যায়ালয় বলছেন – এটা ২০১৪ সাল। আমরা আর ১৯৯৪-এ বসে নেই। তবু একটা 'যদি' বিভ্রান্ত করছে। রায়ে আছে প্রকাশিত ছবি বই বা পত্র-পত্রিকার পাঠক মনে যৌন কামনার উদ্রেক না করে যদি। পাঠক মনের অনুভূতি কীভাবে, কখন, কে বিচার করবেন ?

বছর তো গড়িয়ে যাবেই। দুহাজার চৌদ্দ একদা দুহাজার চব্বিশ-চৌত্রিশ-চুয়াল্লিশে পৌঁছে যাবে। তখন কী আর ধর্ষণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ থাকবে না! ছবি দেখে বা বই পড়ে অথবা জীবন্ত বিবেশা নারীদেহ কী রিরংসা জাগাবে না – সেটাই বিচার্য হবে ? রক্ষণশীলরা ক্ষণজীবী ও বিরল প্রজাতি হোন – এই প্রার্থনা।

পশ্চিম বঙ্গে বিধায়কদের ভোট দানে রাজ্যসভার নির্বাচন হয়ে গেল। কংগ্রেস দলের দানে রাজ্যসভার নির্বাচন হয়ে গেল। কংগ্রেস দলের দুই বিধায়ক তৃণমূলকে ভোট দিয়েছেন। আর বামফ্রন্টের তিন বিধায়ক (আর.এস.পির দুই+ফ.ব-র এক) তৃণমূলে ভোট দিলেন। এর পর কথা উঠেছে টাকার খেলা –কেনাবেচা। ঠিক আছে। সে কথাই মেনে নেয়া যাক। কিন্তু তাহলে ওই তিন দলের দলীয় শৃঙ্খলার অবস্থা কী ? টাকা দিয়ে মতাদর্শ কেনা যায় ? এবং যাচ্ছে তাহলে ! সিপিএম ভয় পেয়েছিল – হেরে যাবার আশংকা। তাই নিজেদের প্রার্থী ছাড়া আর কাউকে ভোট দেয়নি। যদিও নির্দল প্রার্থীকে সমর্থন করেছিল। এই তো সি-পি-এম কালচার।

দিল্লিতে আপ সরকার নাকি সংকটে ? হবেই তো সংখ্যালঘু সরকার যে। তবে তারা যা করছে এবং যে কদিন আছে তার মধ্যে কংগ্রেস-কে এমন ঘেঁটে দিচ্ছে যে তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মানুষের মনে আপের স্থান দৃঢ় করত। কাউকে ছেড়ে কথা বলে নি। বিজেপিও চিন্তিত-মুখে যতই আস্ফালন করুক। জন লোকায়ত বিল নিয়ে কৌশলে বাধা দান তো খুলে দিচ্ছে কংগ্রেসের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার সদিচ্ছা। দাঙ্গা বিরোধী বিলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ধ্বংস করে কেন্দ্রর প্রাধান্য বজায় রাখার মরিয়া চেষ্টা। লোকসভার এই বর্ধিত অন্তিম অধিবেশন দিনের পর দিন মুলতুবীই হচ্ছে। পরিবারতন্ত্র এমনই হয়।

স্মরণ স্মরণে

আনন্দগোপাল বিশ্বাস

'প্রতিশ্রুতির' কবি স্মরণ চলে গেল ! বহরমপুরে চলে যাবার পর আবৃত্তি কেন্দ্রের টানে ওকে রঘুনাথগঞ্জে আসতে হ'ত ছুটির দিনগুলিতে, অবশ্য কিছুদিন থেকে নানা কারণেই আসাটা অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল। ওর আসার অপেক্ষায় থাকত আবৃত্তি কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীরা। ফোনে ওর সাথে যোগাযোগ ছিল, অনেক সময় ব্যক্তিগত কারণেও।

এখানে থাকাকালীন যখন আমাদের প্রতি সপ্তাহে 'সংবিদ' সাহিত্য আড্ডা বসত, ওর কণ্ঠে আবৃত্তি শোনার জন্য আমরা সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। অনেক অনেক সন্ধ্যার আড্ডায় স্মরণ উপস্থিত হয়ে ওর নিজের লেখা কবিতা অবশ্যই আবৃত্তি করে শোনাত, কখনও কখনও আমাদের অনেকের আগ্রহে অন্য কবির লেখা কবিতাও আবৃত্তি করে শোনাত। কি সেই কণ্ঠ, কি অপূর্ব উচ্চারণ, মানুষকে সম্মোহন করার ক্ষমতা, সচরাচর পাওয়া যায় না। 'সংবিদ' সাহিত্য পত্রিকা ওর কবিতায় সমৃদ্ধ হয়েছে।

চরম দুঃসংবাদ জানতে পেরে কেন জানিনা হতবাক হয়ে গেলাম। মৃত্যুর ক'দিন আগের এক রবিবারে শেষ যখন ও রঘুনাথগঞ্জ আসে, ফোনালাপ করে ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম। ছাত্রছাত্রীরা তখন দু একজন বাদে সবাই চলে গেছে, একটু বাদে সবাই চলে যাবার পর একান্ত আলাপচারিতায় বলেছিলাম – 'স্মরণ তুমি এরকম মোটা হয়ে যাচ্ছ কেন, এটা তো ভালো লক্ষণ নয় !'

স্মরণ মৃদু হেসে, যে হাসিটা ওর মুখে সদাই বিরাজ করত, বলেছিল সত্যি কেন যে এমন হচ্ছে! আমার ওজন এখন বাহাত্তর কেজি। বাঙ্গালী সুলভ উপদেশ দিয়েছিলাম, হয়ত বা অযাচিত, 'শাকসব্জি খাওয়ার ওপর জোর দাও, শুধু মাছ মাংস ডিম নয়। সকাল বিকেল জোর কদমে হাঁটো, ওজন বাড়তে পারে এমন জিনিস খেও না, আলু মিষ্টি মাংস ছেড়ে দাও। আরো অনেক কথা বলেছিলাম।' ও বলেছিল 'জানেন সিড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে কষ্ট হচ্ছে!' চলে আসার মুহূর্তেও আবার বলেছিলাম –'স্মরণ ওজন তোমাকে কমাতেই হ'বে, শরীরে অনাবশ্যক মেদ, মধ্যপ্রদেশ অর্থাৎ ভুড়ি যখন মানুষের হয় তখন জানতে হ'বে অনেক অনেক রোগ যেমন ব্লাড সুগার, হাই ব্লাড প্রেশার এবং আরও অবাঞ্ছিত রোগ শরীরে এসে বাসা বাঁধবে, অতএব সাবধান !

স্মরণ যে এভাবে ওজন কমাবে ভাবিনি। মুঠো ছাই – কি বা তার ওজন ! তাও ভেসে গেল গঙ্গার জলে --

বাণীবন্দনা

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বসন্ত বায়ুর স্পর্শে শীতের জাড্যজাল যেমন অপসারিত হয়, বসন্ত প্রভাতের অরুণের হিরণকিরণদ্যুতি মানুষের চিত্তকে যেমন কর্মের প্রেরণা দিয়া অপূর্ব পুলকে নাচাইয়া তোলে, তেমনি জাতির জীবনেও একদিন বসন্তাগম হয়। সেদিন জাতির যুগান্তের জাড্যজাল বিচুর্ণ করিয়া আপনার মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, দিকে দিকে তাহার প্রতিভার ধারা বিস্ফুরিত হইয়া থাকে। জাতির জীবনমূলে অবস্থান করিয়া এই যে শক্তি –কখনো সুপ্তা, কখনো জাগরিতা হইয়া থাকেন, তিনিই ভারতী, বাণী, বা সরস্বতী। ব্যক্তির জীবনে তিনি যেমন নিগূঢ় অন্তঃপ্রবাহিনী তেমনি জাতির জীবনেও তিনি অন্তঃপ্রবাহিনী স্বরূপে সমভাবে বহমান।

হিন্দুর প্রাণতন্ত্রী একদিন এই শক্তির স্পর্শ পাইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল, অন্তরের সেই দেবীর মোহন বীণার ঝঙ্কারে সেদিন হিন্দু জাগ্রত হইয়া আপনার সেই মর্মবাণী বিশ্বসংসারে প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল সঙ্গীতে, সাহিত্য, শিল্পে, কলায়, সৃজণী প্রতিভার বিভিন্ন এবং বিচিত্র ভঙ্গীর ভিতর দিয়া সেই জীবন্ত যৌবনের বাণী প্রচার করিয়াছিল – মরণের বিভীষণতার উর্দ্ধে মানবকে এক অব্যয় অমৃতের সন্ধান দান করিয়াছিল। সেই অমুত ধারার স্পর্শেই নালন্দা জাগিয়াছিল, বিক্রমশীলা জাগিয়াছিল,-রবাব মূরজ,বীণা সমস্বরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল। এই যে চিরযৌবন বিভ্রমময়ী দেবী, জাতির অন্তরে থাকিয়া বীণাটি বাজাইতেছেন, হিন্দু একদিন তাঁর দর্শন লাভ করিয়া ছিল দিব্য দৃষ্টির প্রভাবে তাঁহার রূপের ছটা তাহাকে কোন কল্প-লোকে তুলিয়া লইয়া বাস্তব জগতে আপনার বিভূতিকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে প্ররোচিত করিয়াছিল – সেই যৌবন রূপ সাধনার প্রেরণাতেই জাতি জাগিয়াছিল – তাহার জীবনে বসন্তাগম হইয়াছিল।

সে বীণা নীরব হইয়াছে, – নালন্দা তক্ষশীলা হিন্দুর আর নাই– হিন্দু সভ্যতার বিশিষ্টতা, বিশ্বদেবতার বরণডালায় তেমন স্বচ্ছন্দ সম্ভার আর নাই। সে শক্তি যেমন শীতের জাড্যে, আজ সংকুচিত হইয়া গিয়াছে কতদিনে তাহার জীবনে আবার বসন্তাগম হইবে কে জানে ? এই বসন্তাগমের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ বা ধারা আছে কি ?

ইতিহাসের পাতা ঘাঁটিয়া সে তত্ত্ব নিরূপণ অতি দুরূহ কার্য্য। অতীতের অনেক মহতী সভ্যতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে – রোম গিয়াছে, গ্রীস গিয়াছে, বেবিলন গিয়াছে, মিশরের সেই অতীত সভ্যতার বাণীও আজ নীরব – বিশ্বদেবতার যৌবন-লীলায় তাহাদের বিকাশ ও বিলাস অপর সভ্যতার ভিতরে সম্পূর্ণরূপে আত্মদান করিয়াছে –তাহাদের স্বতন্ত্র

(শেষাংশ ৪ পাতায়)

কন্যাশ্রী প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
নারীবিকাশ ও সমাজকল্যাণ দপ্তর

এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল রাজ্যের কন্যা সন্তানদের শিক্ষার মান উন্নত করা ও তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করা

এই প্রকল্পের আওতায় দু ধরণের আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে

(১) বার্ষিক ৫০০ টাকা বৃত্তি

(২) এককালীন ২৫,০০০ টাকার অনুদান

এই সুবিধা কারা পাবে

- বার্ষিক বৃত্তি ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী অবিবাহিতা মেয়েদের জন্য, যারা সরকার স্বীকৃত নিয়মিত বা সমতুল্য মুক্ত বিদ্যালয় বা সমতুল্য বৃত্তিমূলক /কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরতা
- এককালীন অনুদান প্রযোজ্য তাদের জন্য, যারা ১৮ বছর বয়সেই আবেদন করেছে / বা নাম নথিভুক্ত করেছে কোনও সরকার স্বীকৃত নিয়মিত / বা মুক্ত বিদ্যালয়ে / কলেজে
- ১৮ বছর বয়সী মেয়েরা যারা কোনও বৃত্তিমূলক / কারিগরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বা কোনও স্বীকৃত খেলাধূলার সঙ্গে যুক্ত বা জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট ২০০০–র অধীনে স্বীকৃত কোনও হোমের আবাসিক। এক্ষেত্রে আবেদনকারীর জন্ম ১লা এপ্রিল ১৯৯৫ বা তার পরে হওয়া প্রয়োজন এবং আবেদন করার দিন তার বয়স ১৮ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে হওয়া আবশ্যিক
- আবেদনকারীর পারিবারিক বার্ষিক আয়, অনধিক ১ লাখ ২০ হাজার টাকা
- আবেদনকারী যদি পিতামাতাহীন / বা শারীরিকভাবে অসমর্থ (অক্ষমতা ৪০% বা তার বেশি) / বা জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট ২০০০, অধীন স্বীকৃত হোমের আবাসিক হলে বার্ষিক পারিবারিক আয়ের সীমা প্রযোজ্য নয়

'কন্যাশ্রী'–র আবেদনপত্র পাওয়া যাবে

- সমস্ত মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসা
- সকল মহকুমা শাসক ও ব্লক আধিকারিকের কার্যালয়
- সমাজ কল্যাণ বিভাগের কমিশনারের দপ্তর, বিধাননগর
- কলকাতা পুরসভার কার্যালয়

বিশদ তথ্য জানতে www.wbkanyashree.gov.in অর্থাৎ যোগাযোগ সমাজ কল্যাণ বিভাগের কমিশনারের দপ্তর / এসডিও ও বিডিও দপ্তর /কলকাতা পুরসভার কার্যালয়

স্মারক নং - ১৭০ /(২৮) তথ্য/মুর্শি তাং- ১০/২/১৪

দুর্নীতি ঘেরা .....(১ পাতার পর)

আসর বসে নদী পারের পারলালপুর শিবমন্দির এলাকায়। আসরে অংশ নেন ধুলিয়ান ও অরঙ্গাবাদের রথী মহারথীরা। ঐ থানার টাউন দারোগা অভিরাম মণ্ডলের লম্বা হাত নাকি সব জায়গায়। তারই মধ্যস্থতায় নাকি চলছে চোরাই কয়লার কারবার। পাকুড় ও আশপাশ এলাকা থেকে কয়লা ঢুকছে। রফা নাকি মাসে ৫০০০ হাজার। পুরো সিজিনের জন্য ২০,০০০ হাজার। ঐ থানার দেবীদাসপুরে নদীর ধারের মাটি কাটার জন্য মাটি মাফিয়াদের কাছ থেকে বখরা মাসে ৫০০০। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ধুলিয়ান হায়ার পারচেজের কর্ণধার সিকান্দার আলি (রাজু), তার বাবা-ভাইকে এলাকার মানুষ প্রতারণার অভিযোগে ধরে নিয়ে আসে থানায়। পরে থানার সঙ্গে মোটা টাকা রফা করে পুলিশের নির্দেশে সেকেন্দার ওরফে রাজু এলাকার মানুষের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ আনে। তার অভিযোগের ভিত্তিতে কয়েকজন গ্রেপ্তারও হয়। খবর, 'চন্দ্রদ্বীপ আশ্রয়', এর বিচার প্রার্থীদের অভিযোগ মতো অভিযুক্তদের কাছ থেকে পুলিশ টাকা আদায় করত, আবার সরজমিন তদন্তে যেতে হবে বলে অভিযোগকারীর কাছ থেকেও গাড়ির তেল খরচের নামে টাকা নিত। কাঞ্চনতলা নিষিদ্ধপল্লীর দালালদের কাছ থেকে মাসিক বখরা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী কলাবাগান ফেরীঘাটে পারাপারকারী অনেক নিরীহ পথচারীকে পতিতাদের সঙ্গে জড়িয়ে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করছে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। এই সব দুর্নীতিতে টাউন দারোগা অভিরাম মণ্ডলের নাম বার বার উঠে আসছে। জঙ্গিপুরের এস.ডি.পি.ও এসব খবর রাখেন কি ?

বাণীবন্দনা..... (৩ পাতার পর)

সত্তা আর নাই। কিন্তু হিন্দু আজও মরে নাই, যুগ যুগান্তের আঘাত সহ্য করিয়া সে বাঁচিয়া আছে।

বিশ্বের দরবারে হিন্দুর বাণী এখনও শেষ হয় নাই – এই যে বর্তমান অবসাদের ভাব ইহা তাহার দূরীভূত হইবে। হিন্দু আবার আত্মস্থ হইয়া আত্মশক্তি মহিয়ান হইয়া, মধু মাসের মধু মলয় সংস্পর্শে সেই মাধুরময়ী দেবীর মাধুরীকুঞ্জে ফুটিয়া উঠিবে – বিশ্ব সেই দিনেরই প্রতীক্ষা করিতেছে।

শীতের জাড্য ও অবসাদ এই যে অপসৃত হইল, বসন্তের বিকাশগরিমা প্রাচীর দিকভালে এই যে, অরুণদ্যুতিতে দেখা দিল, বিশ্ব প্রকৃতিতে নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল, হিন্দু তোমার জাতীয় জীবনে একদিন কি এমনি বসন্ত আসিবে না ? আসিবে সেদিন আসিবে। বাণীর সেই বসন্ত বাসরের উৎসব যে অবদান ভিন্ন সম্পুর্ণ হইবার নহে। তুমি আবার আত্মস্থ হও, নিজের অন্তরের দিকে ফিরিয়া তাকাও শ্বেতশতদলবাসিনী বাণীকে তুমি তথায় দেখিতে পাইবে। শোন,তাঁহার বীণার ধ্বনি যাহার কানে গিয়াছে সেই তো নূতন জীবনের সন্ধান পাইয়াছে। সে জীবনের আনন্দ কি তোমাকে এই দীর্ঘ প্রসুপ্তি হইতে জাগ্রত করিবে না ?

আফিডেবিট

আমি রুমিশা বেগম, পিতা বিশ্বাস মোস্তাক হোসেন, পোঃ-রাজগ্রাম, জেলা-বীরভূম, থানা-মুরারই। হিন্দুমতে আমার বিবাহ হয়। বর্তমানে আমি রুমি পাল, স্বামী সুমন পাল, গ্রাম-কাদোয়া, পোঃ-বহুতালী, থানা-সুতী, জেলা-মুর্শিদাবাদ। রুমিশা বেগম ও রুমি পাল একই মহিলা প্রমাণে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড কোর্ট, জঙ্গিপুরে ১৬ জানুয়ারী ২০১৪ আফিডেবিট করলাম।

পাবলিকেশন নোটিশ

কামগার আদালত রত্নগিরী কোর্ট ক্রমিক নং- ১৩.০৫.২০১৩
বাইরান অ্যালুমিনিয়াম প্রাইভেট লিমিটেড
D/68 MIDC MIRJOULE RATANAGIRI
তা জি RATANAGIRI

বিপক্ষ — আবেদনকারী

শ্রীমতি ফিরোজা বিবি, আলমগীর মোমিন
গ্রাম-শেরপুর, পোঃ-নিমতিতা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পঃ বঃ, ৭৪২২২৪

নোটিশ

যখন শ্রীমতি ফিরোজা বিবির স্বামী আলমগীর মোমিন মৃত্যুবরণ করেন। আলমগীর-এর মৃত্যুর পরে Bark Mens Comensasion আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ করা কারণে Bairon Alominum Pvt. Ltd., D-68 MIDC, MIRJOULE, Ratnagiri, Dist.- Ratnagiri -তে এই কম্পানির আদালতের কাছে আবেদন করেছে।

আলমগীরের মৃত্যুর পর সাবির মোমিন Barkmes Comensasion আইন অনুযায়ী বিপক্ষ পার্টিকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৬,০৫,৭৯৩ টাকা আদায় করেছেন তখন পর্যন্ত এই নোটিশ অনুযায়ী জানানো যাইতেছে। কারও কোনো ব্যক্তির আপত্তি থাকে তাহলে ০৬/০৩/২০১৪ এই এক মাসের মধ্যে সকাল ১০.৩০ a.m. মধ্যে উপরের উল্লেখিত আদালত আবেদন (বয়ান) দাখিল করতে পারেন। তারিখ :- ২৯/০১/২০১৪ আপনার স্বাক্ষর এবং টিপ।

ক্রমিক নং-
কামগার আদালত রত্নগিরী
৫১৩ গৌগাট কলেজ রত্নগিরী
২৯/০১/২০১৪

আদালত আধিকারিক
কামগার আদালত রত্নগিরী

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩/২৬৬০২৩

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।